

268821 - তার স্বামী নজিরে সম্পদ হারাম পথে ব্যয় করে এমতাবস্থায় স্বামীকে না জানিয়ে সন্তানদরে জন্ম সঞ্চার করার জন্ম স্বামীর সম্পদ থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করা যাবে কি?

প্রশ্ন

আমার বয়স হয়েছে ১০ বছর। আমার দুটো বাচ্চা আছে। বয়সে ৫ বছর পর থেকে আমার স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করেছে। বাচ্চাদরে কারণে আমি সহ্য করে যাচ্ছি। হয়তো বা সো আমার দিকে ফিরে আসবে। কিন্তু, আমি অনুসন্ধান করে বের করেছি যে, সো অন্য নারীদের প্রতি আগ্রহী। আমি আমার চাকুরী ছেড়ে তার সাথে অন্যত্র চলে এসেছি। আমার পরিবারের কাউকে জানাইনি। আমি তাকে রাজি করাতো চেষ্টা করেছি যে, আরকেট বয়সে করে আমার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টমূলক আচরণ কর। কিন্তু সো রাজি হয়নি। আমি আমার বাচ্চাদরে কারণে তার সাথে আছি। উল্লেখ্য, সো একজন চমৎকার বাবা এবং আমাকে অপমান করে না। কিন্তু, আমি লক্ষ্য করেছি সো ময়েদের পছন্দে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এমতাবস্থায় তার সন্তানদরে জন্ম সঞ্চার করার নীতিতে তার অজান্তে কিছু অর্থ গ্রহণ করা আমার জন্যে জায়যে হবে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি আপনার স্বামী আপনার ও আপনার সন্তানদরে ভরণ-পোষণ চালায় তাহলে তার সম্পদ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়যে হবে না। যেহেতু কারণে আন্তরিক সম্মতি ছাড়া সম্পদ গ্রহণ করা হারাম। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।”[সূরা নসি, আয়াত: ২৯]

এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত-আবরু তোমাদের পরস্পরের জন্ম হারাম (পবিত্র) যমেনভাবে তোমাদের এই দিনটি তোমাদের এই মাসে ও এই দেশে হারাম (পবিত্র)। এখানে উপস্থিতি ব্যক্তি যিনি অনুপস্থিতি ব্যক্তির নিকট এসব কথা পৌঁছে দেয়।”[সহিহ বুখারী (৬৭) ও সহিহ মুসলিম (১৬৭৯)]

এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন: “কোন ব্যক্তির সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ হবে না যদি না

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সে ব্যক্তি মিন থেকে না দিয়ে।”[মুসনাদে আহমাদ (২০১৭২), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করছেন]

যদি তিনি আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণ দিতে কসুর করেন তাহলে তার সম্পদ থেকে সংযত পরিমাণ গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়যে হবে। দলিল হচ্ছে আয়শো (রাঃ) এর হাদিস তিনি বর্ণনা করেন যে, “হিন্দ বনিতা উতবা বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! নশিচয় আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। তিনি আমি ও আমার ছেলের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমাকে দিয়ে না; তবে আমি তার অজান্তে যা কিছু গ্রহণ করি সেটা ছাড়া। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সামাজিক-প্রথা অনুযায়ী যতটুকু আপনার জন্য ও আপনার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট আপনি ততটুকু গ্রহণ করুন।”[সহিহ বুখারী (৫৩৬৪)]

আর যদি তিনি আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণ দিতে কসুর না করেন তাহলে তার অসম্মতভাবে তার সম্পদ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়যে হবে না।

সুতরাং আপনার জন্য যা বধৈ নয় তার সম্পদ থেকে তা গ্রহণ করা কংহা গোপন করা থেকে সাবধান হোন; এমনকি সেটা সন্তানদের জন্য সঞ্চার করার যুক্তিতে হলেও। কারণ তার সম্পদের উপর আপনার কর্তৃত্ব নই এবং বাবা জীবিত থাকতে বাবার সম্পত্তিতে সন্তানদের ভরণ-পোষণ ছাড়া আর কোন অধিকার নই। আর যদি আপনার স্বামী সঞ্চার করার অনুমতি দেন তাহলে সেটা হতে পারে।

যমেন আপনি যদি তাকে বলেন, ঘরঘরে খরচের পর যা কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় সেটা আপনি সন্তানদের জন্য সঞ্চার করবেন; তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে কোন দোষ নই। তখন সেটা হবে “সম্পদ পলে উপহার দবি” এ শ্রবণীয়।

আপনার উচিত আপনার স্বামীকে আল্লাহর ভয় ও তাঁর নজরদারি উপদেশে দয়া এবং সম্পদ রক্ষা করার নসীহত করা।

তাছাড়া আপনার উচিত তাঁকে ভাল কাজে দাওয়াত দয়া ও খারাপ পথ থেকে বরিত রাখার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ পথ অনুসরণ করা, ধৈর্য ধারণ করা, সওয়াব প্রত্যাশা করা এবং আপনার সন্তানদের প্রতাপালনের উপর গুরুত্ব দয়া। তার সাথে জীবন-যাপন করতে গিয়ে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন তাতে ধৈর্য ধারণ করা। কারণ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া ও সন্তানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চয়ে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জনে রাখুন, কষ্ট সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। ধৈর্যের সাথে আসে বজি। বপিদে সাথে আসে মুক্তি। দুঃখের সাথে আছে সুখ।”[মুসনাদে আহমাদ (২৮০৩), এবং অন্য গ্রন্থকারও হাদিসটি সংকলন করছেন। আহমাদ শাকরে ও অপরাপর মুসনাদে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

একজন স্ত্রী তার স্বামীকে দাওয়াত দায়ের ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা উচিত ইতিপূর্বে 154172 নং প্রশ্নোত্তরে এমন কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। আপনসিগুলো একটু দেখে নিন।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার স্বামীকে হদায়ত করনে এবং আপনার অন্তরে স্বস্তি এনে দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।